সপ্তম শ্রেণি

প্যারালাল TEXT

বাংলা ২য় পত্র

সার্বিক ব্যবস্থাপনায়
উদ্ভাস একাডেমিক টিম

অনুপ্রেরণা ও সহযোগিতায়
মাহমুদুল হাসান সোহাগ
মুহাম্মদ আবুল হাসান লিটন

কৃতজ্ঞতায়
উদ্ভাস-উন্মেষ-উত্তরণ
শিক্ষা পরিবারের সকল সদস্য

প্রকাশনায়
উদ্ভাস একাডেমিক এন্ড এডমিশন কেয়ার

প্রকাশকাল
সর্বশেষ সংস্করণ: জানুয়ারি, ২০২৫

কপিরাইট © উদ্ভাস

সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত। এই বইয়ের কোনো অংশই প্রতিষ্ঠানের লিখিত অনুমতি ব্যতীত ফটোকপি, রেকর্ডিং, বৈদ্যুতিক বা যান্ত্রিক পদ্ধতিসহ কোনো উপায়ে পুনরুৎপাদন বা প্রতিলিপি, বিতরণ বা প্রেরণ করা যাবে না। এই শর্ত লঙ্ঘিত হলে উপযুক্ত আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

উৎসর্গ

বিনা স্বদেশী ভাষা, মিটে কি আশা!

ভাষার জন্য রক্ত দিয়েছে, গর্ভধারিণীর মায়া ত্যাগ করেছে শুধু পরবর্তী প্রজন্ম 'মা' বলে ডাকতে পারে যেন- এমন দৃষ্টান্ত পৃথিবীতে বিরল। বাংলাদেশ অদ্ভুত কিছু পাগলের দেশ। যারা হাসতে হাসতে ভাষার মতো তুচ্ছ (!) জিনিসের জন্যও জীবন দিয়ে দেয়।

সকল ভাষা সৈনিককে গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি...

সূচিপত্র

সপ্তম শ্রেণি

বাংলা ২য় পত্র

ক্র.নং	বিষয়	পৃষ্ঠা
	ব্যাকরণ অংশ	
০১	ভাষা	১-৫
০২	ব্যাকরণ	৬-৭
০৩	ধ্বনি ও বর্ণ	৮-১১
০৪	সন্ধি	১২-১৬
০৫	শব্দ ও পদ	১৭-২৮
০৬	শব্দগঠন	২৯-৩৭
০৭	বাক্য	৩৮-৪২
০৮	বিরামচিহ্ন	৪৩-৪৬
০৯	বানান	৪৭-৫০
১০	শব্দার্থ	৫১-৬৫
	নির্মিতি অংশ	
১১	রচনা	৬৬-৮০
১২	অনুধাবন দক্ষতা	৮১-৮১
১৩	সারমর্ম/সারাংশ	৮২-৮৬
১৪	ভাবসম্প্রসারণ	৮৬-৯০
১৫	আবেদনপত্র ও চিঠি	৯১-৯৬

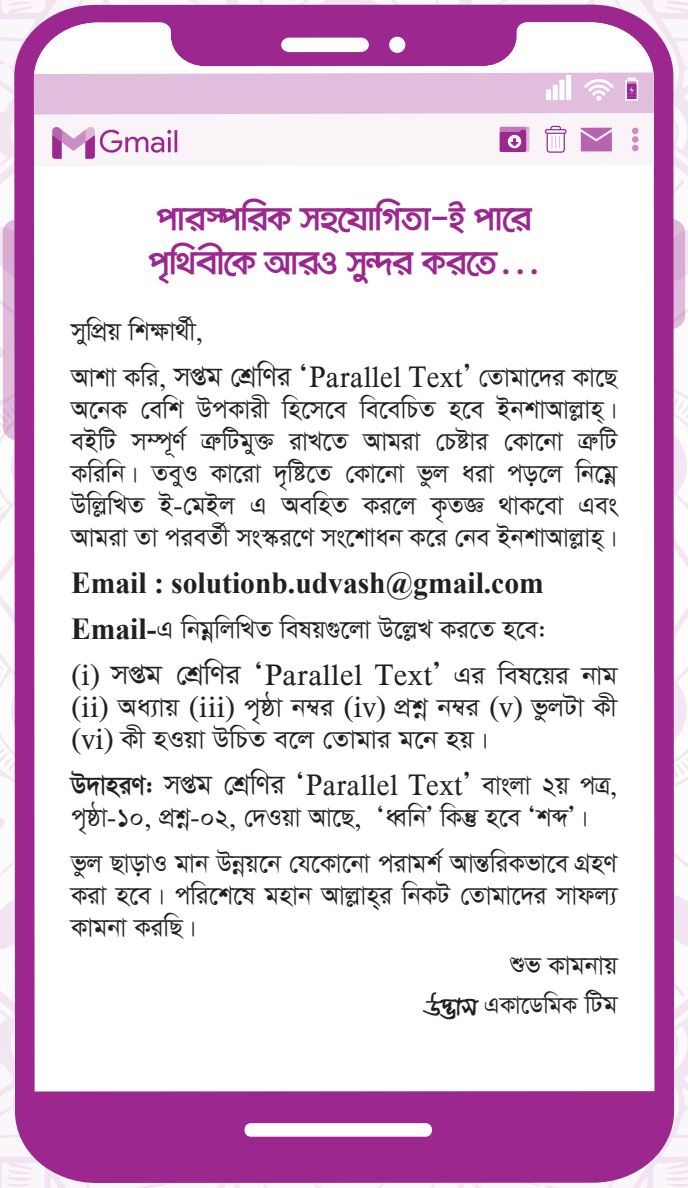

পারস্পরিক সহযোগিতা–ই পারে পৃথিবীকে আরও সুন্দর করতে...

সুপ্রিয় শিক্ষার্থী,

আশা করি, সপ্তম শ্রেণির 'Parallel Text' তোমাদের কাছে অনেক বেশি উপকারী হিসেবে বিবেচিত হবে ইনশাআল্লাহ্। বইটি সম্পূর্ণ ত্রুটিমুক্ত রাখতে আমরা চেষ্টার কোনো ত্রুটি করিনি। তবুও কারো দৃষ্টিতে কোনো ভুল ধরা পড়লে নিম্নে উল্লিখিত ই-মেইল এ অবহিত করলে কৃতজ্ঞ থাকবো এবং আমরা তা পরবর্তী সংস্করণে সংশোধন করে নেব ইনশাআল্লাহ্।

Email : solutionb.udvash@gmail.com

Email-এ নিম্নলিখিত বিষয়গুলো উল্লেখ করতে হবে:

(i) সপ্তম শ্রেণির 'Parallel Text' এর বিষয়ের নাম (ii) অধ্যায় (iii) পৃষ্ঠা নম্বর (iv) প্রশ্ন নম্বর (v) ভুলটা কী (vi) কী হওয়া উচিত বলে তোমার মনে হয়।

উদাহরণ: সপ্তম শ্রেণির 'Parallel Text' বাংলা ২য় পত্র, পৃষ্ঠা-১০, প্রশ্ন-০২, দেওয়া আছে, 'ধ্বনি' কিন্তু হবে 'শব্দ'।

ভুল ছাড়াও মান উন্নয়নে যেকোনো পরামর্শ আন্তরিকভাবে গ্রহণ করা হবে। পরিশেষে মহান আল্লাহ্‌র নিকট তোমাদের সাফল্য কামনা করছি।

শুভ কামনায়

উদ্ভাস একাডেমিক টিম

অধ্যায় ০১

ভাষা

মানুষ ভাষা-সম্পদের অধিকারী। ভাব প্রকাশের প্রয়োজন থেকেই ভাষার উদ্ভব। মানুষের উচ্চারিত অর্থবহ বহুজনবোধ্য ধ্বনিসমষ্টিই ভাষা। পরস্পর ভাব-বিনিময়ের জন্য এক-এক সমাজের মানুষ গড়ে তুলেছে এক-এক রকম ধ্বনিব্যবস্থা। ভাষা হচ্ছে অর্থবহ প্রণালিবদ্ধ ধ্বনি-প্রতীক। মানুষ তার কণ্ঠনিঃসৃত যে ধ্বনি বা ধ্বনিসমষ্টির মাধ্যমে ভাব ও অনুভূতিকে অন্যের কাছে বোধগম্যভাবে পৌঁছে দেয়, তা-ই ভাষা (Language)। ভাষা মানবগোষ্ঠীর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও মূল্যবান সম্পদ। সমাজবদ্ধ মানুষের পারস্পরিক ভাব বিনিময়ে ভাষা একটি উন্নত মাধ্যম।

- ✓ গুহাবাসীর ভাব-বিনিময়ের মাধ্যম ছিল ইশারা-ইঙ্গিত-অঙ্গভঙ্গি ইত্যাদি।
- ✓ ইশারা-ইঙ্গিত- অঙ্গভঙ্গি ইত্যাদি ভাষা বিকাশের প্রাথমিক রূপ হিসেবে বিবেচ্য।
- ✓ সংঘবদ্ধ হয়ে কাজ করা থেকেই তৈরি হলো সমাজ।
- ✓ নিরন্তর প্রচেষ্টা, বুদ্ধি ও সাধনার মাধ্যমে কালক্রমে মানুষ ধ্বনির প্রণালিবদ্ধ উচ্চারণ ও ব্যবহারে সক্ষম হলো।
- ✓ মানুষের কণ্ঠনিঃসৃত বাগ্‌ধ্বনিই ভাষা হিসেবে গৃহীত।
- ✓ কণ্ঠধ্বনি হচ্ছে মানুষের অনুভূতি প্রকাশের সর্বোত্তম প্রক্রিয়া।
- ✓ কণ্ঠধ্বনির মাধ্যমে মানুষ সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ভাব প্রকাশে সক্ষম।
- ✓ আমরা ভাষা বলতে বুঝি বাগ্‌যন্ত্র-সৃষ্ট সর্বজনবোধ্য ধ্বনিসমষ্টিকে।
- ✓ মানুষ তার মনের ভাব প্রকাশ করার জন্য কণ্ঠ, জিহ্বা, ওষ্ঠ, দন্ত, নাসিকা, মুখবিবর প্রভৃতি বাগ্‌যন্ত্রের সাহায্যে বোধগম্য যে ধ্বনি বা ধ্বনিসমষ্টি উচ্চারণ করে থাকে, সেই ধ্বনি বা ধ্বনিসমষ্টিই ভাষা।

❖ বস্তুত আদিকালে মানুষ পারস্পরিক ভাব-বিনিময়ের জন্য যেসব মাধ্যম ব্যবহার করত সেগুলো হলো:
(ক) ইশারা-ইঙ্গিত, (খ) অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ব্যবহার, (গ) নাচ, ঘ) চিত্র ইত্যাদি।

➲ ভাষার সংজ্ঞার্থ:

- ➢ মনের ভাব প্রকাশ করার জন্য মনুষ্যজাতি অপরের বোধগম্য যে ধ্বনি বা ধ্বনিসমষ্টি উচ্চারণ করে থাকে, তাকে ভাষা বলে।
- ➢ ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহর মতে, 'মনুষ্যজাতি যে ধ্বনি বা ধ্বনিসকল দ্বারা মনের ভাব প্রকাশ করে, তার নাম ভাষা।'
- ➢ ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বলেছেন, 'মনের ভাব প্রকাশের জন্য বাগ্‌যন্ত্রের সাহায্যে উচ্চারিত, ধ্বনির দ্বারা নিষ্পন্ন, কোনো বিশেষ সমাজে ব্যবহৃত, স্বতন্ত্রভাবে অবস্থিত, তথা বাক্যে প্রযুক্ত শব্দ-সমষ্টিকে ভাষা বলে।'
- ➢ মূলত মানুষের মনোভাব-প্রকাশক কণ্ঠনিঃসৃত অর্থবহ ধ্বনিসমষ্টিই ভাষা।

➲ ভাষার বৈশিষ্ট্য:

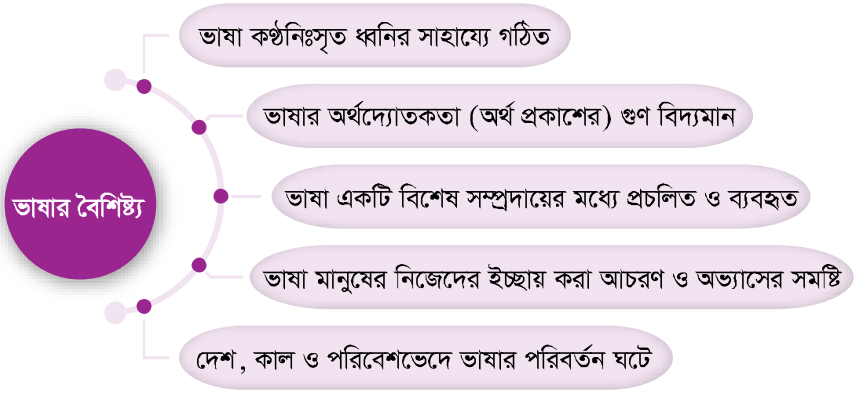

প্রাচীনকালে মানুষের যে ভাষা ছিল, কালের প্রবাহে তা পরিবর্তিত হয়ে বহু ভাষার জন্ম দিয়েছে। এ জন্য আমরা বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন ভাষার ব্যবহার দেখতে পাই। যেমন: বাংলাদেশে 'বাংলা ভাষা', ইংল্যান্ডে 'ইংরেজি ভাষা', জাপানে 'জাপানি ভাষা', রাশিয়ায় 'রুশ ভাষা' ইত্যাদি। বর্তমানে পৃথিবীতে সাড়ে তিন হাজারের ওপর ভাষার প্রচলন আছে।

➲ বাংলা ভাষার উদ্ভব ও বিকাশ:

- ✓ বাংলা ভাষা হাজার বছরের পুরোনো।
- ✓ এর উৎসমূল ইন্দো-ইউরোপীয় মূল ভাষা।
- ✓ প্রায় পাঁচ হাজার বছর পূর্বে ইউরোপের মধ্যভাগ থেকে দক্ষিণ-পূর্বাংশে ইন্দো-ইউরোপীয় মূল ভাষা প্রচলিত ছিল।
- ✓ ইন্দো-ইউরোপীয় মূল ভাষাই বাংলা ভাষার আদি উৎস।
- ✓ আদি উৎস থেকে সরাসরি বাংলা ভাষার উদ্ভব ঘটেনি।
- ✓ ভাষার স্বাভাবিক পরিবর্তন ও বিবর্তনের মধ্য দিয়ে বাংলা ভাষার সৃষ্টি হয়।
- ✓ সপ্তম শতকে বাংলা ভাষার উদ্ভব ঘটে।
- ✓ ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র মতে, বাংলা ভাষার উদ্ভবকাল ৬৫০ খ্রিষ্টাব্দ।
- ✓ ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে, বাংলা ভাষার উদ্ভবকাল ৯৫০ খ্রিষ্টাব্দ।

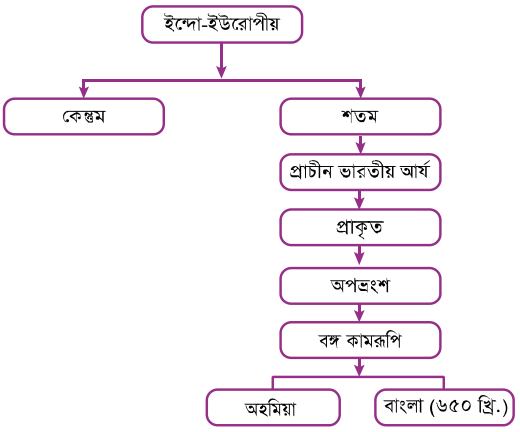

➲ সাধু ও চলিত রীতি: সর্বনাম ও ক্রিয়া পদের পার্থক্য:

- ✓ বাংলাদেশের মানুষ তাদের মনের ভাব প্রকাশের জন্য বাংলা ভাষা ব্যবহার করে।
- ✓ ভারতের পশ্চিমবঙ্গ, ঝাড়খণ্ড, বিহার, উড়িষ্যা, ত্রিপুরা এবং আসামের করিমগঞ্জ ও কাছাড় অঞ্চলের কিছু অংশের মানুষের মাতৃভাষাও বাংলা।
- ✓ বাংলা ভাষা দেশ, জাতি এবং ধর্মনির্বিশেষে বাঙালি জনসমাজে ব্যবহৃত শব্দ নিয়ে গঠিত।
- ✓ বাংলা ভাষা প্রায় দেড় হাজার বছরের পুরোনো।
- ✓ দীর্ঘ সময় ধরে ব্যবহারের ফলে বাংলা ভাষায় বিভিন্ন রূপ সৃষ্টি হয়েছে।

➢ পৃথিবীর সব ভাষার মতো বাংলা ভাষাতেও দুটি রূপ রয়েছে:

(ক) লেখার ভাষা। (খ) মুখের ভাষা।

➢ বাংলা ভাষারীতির দুটি প্রধান রূপ:

(ক) সাধু ভাষা। (খ) চলিত ভাষা।

➲ সাধু ভাষা:

✓ সাধু ভাষা বাংলা ভাষার একটি প্রাচীন লিখিত রূপ।
✓ বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন ও মধ্যযুগে পদ্য ভাব প্রকাশের প্রধান মাধ্যম ছিল।
✓ মধ্যযুগে চিঠিপত্র ও দলিল-দস্তাবেজে সীমিত আকারে গদ্যের ব্যবহার দেখা যেত।
✓ ইংরেজ শাসনের সময় বাংলা গদ্যচর্চার প্রয়োজন দেখা দেয়।
✓ ১৮০০ খ্রিষ্টাব্দে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে গদ্যচর্চা শুরু হয়।
✓ উনিশ শতকে বাংলা গদ্যের যে লিখিত রূপ তৈরি হয়, তাকে সাধু ভাষা বলা হয়।
✓ ভাষাচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে, 'সাধু ভাষা সমগ্র বঙ্গদেশের সম্পত্তি।'
✓ মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার, রাজা রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার দত্ত প্রমুখ সাধু ভাষার পণ্ডিত ছিলেন।
✓ এই পণ্ডিতগণ সংস্কৃত ভাষার অনুসরণে তৎসম শব্দবহুল যে সাহিত্যিক গদ্যরীতি গড়ে তোলেন, তা-ই সাধু ভাষা হিসেবে স্বীকৃত।

➲ চলিত ভাষা:

✓ চলিত ভাষা হলো প্রধান ভাষার আওতাভুক্ত একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলের মৌখিক ভাষার পরিমার্জিত রূপ।
✓ চলিত ভাষার উদ্দেশ্য হলো মুখের ভাষাকে লিখিত ভাষায় রূপান্তর করা।
✓ মুখের ভাষা অঞ্চলভেদে পরিবর্তন হয়, কিন্তু চলিত ভাষা নির্দিষ্ট ও মান্য।
✓ ভাগীরথী নদীর তীরবর্তী এলাকা ও কলকাতার ভদ্র সমাজের মৌখিক ভাষাকে পরিমার্জিত করে আদর্শ চলিত ভাষা তৈরি করা হয়েছে।
✓ আদর্শ চলিত ভাষা সর্বজনবোধ্য ও বাংলা ভাষাভাষী শিক্ষিত জনগণের ভাব প্রকাশের মাধ্যম।
✓ চলিত ভাষা বর্তমানে একই সঙ্গে লেখার ভাষা ও মুখের ভাষা।
✓ যে ভাষারীতিতে ক্রিয়াপদ ও সর্বনাম পদ সংক্ষিপ্ত আকারে ব্যবহৃত হয়, তাকে চলিত ভাষা বলে।

➤ সাধু ভাষা ও চলিত ভাষায় ক্রিয়াপদের কতিপয় রূপ:

সাধু ভাষা	চলিত ভাষা	সাধু ভাষা	চলিত ভাষা	সাধু ভাষা	চলিত ভাষা
করিব	করব	পড়িতে থাকিব	পড়তে থাকব	বলিব	বলব
পড়িব	পড়ব	করিতেছি	করছি	করিলে	করলে
লিখিব	লিখব	করিলাম	করলাম	যাইও	যেয়ো/যেও
করিতেছিলাম	করছিলাম	খাইতেছে	খাচ্ছে	খাইও	খেয়ো/খেও
লিখিয়াছি	লিখেছি	হইত	হতো	লইব	নেব
করিয়াছি	করেছি	খাইবে	খাবে	করিতাম	করতাম
পড়িয়াছি	পড়েছি	যাইবে	যাবে	হইয়া	হয়ে

➤ সাধু ভাষা ও চলিত ভাষায় সর্বনাম পদের কতিপয় রূপ:

সাধু ভাষা	চলিত ভাষা	সাধু ভাষা	চলিত ভাষা	সাধু ভাষা	চলিত ভাষা
তাহার	তার	উহারা	ওরা	কাহার	কার
তাহাদের	তাদের	উহাদের	ওদের	যাহা	যা
তাহাতে	তাতে	উহা	ও	যাহারা	যারা
তাহারা	তারা	এই	এ	ইহার	এর
তাহাকে	তাকে	ইহা	এটি	কাহাকে	কাকে
ইহারা	এরা	ইহাকে	একে	যাহাকে	যাকে
ইহাদের	এদের				

➲ সাধু ও চলিত ভাষার বৈশিষ্ট্য ও পার্থক্য:

সাধু ও চলিত ভাষার বৈশিষ্ট্য থেকে এ ভাষারীতির পার্থক্য সহজেই অনুধাবন করা যায়। নিচে সাধু ও চলিত ভাষার পার্থক্য উল্লেখ করা হলো:

সাধু ভাষা	চলিত ভাষা
০১। সাধু ভাষায় ক্রিয়াপদের রূপ পূর্ণাঙ্গ। যেমন: করিয়াছি, গিয়াছি।	০১। চলিত ভাষায় ক্রিয়াপদের রূপ সংক্ষিপ্ত। যেমন: করেছি, গিয়েছি।
০২। সাধু ভাষায় সর্বনাম পদের রূপ পূর্ণাঙ্গ। যেমন: তাহার, তাহারা।	০২। চলিত ভাষায় সর্বনাম পদের রূপ সংক্ষিপ্ত। যেমন: তার, তারা।
০৩। সাধু ভাষায় তৎসম শব্দের (সংস্কৃত শব্দ) প্রয়োগ বেশি। যেমন: হস্ত, মস্তক, ঘৃত, ধৌত।	০৩। চলিত ভাষায় তদ্ভব, অর্ধ-তৎসম, দেশি ও বিদেশি শব্দের ব্যবহার বেশি। যেমন: হাত, মাথা, ঘি, ধোয়া।
০৪। সাধু ভাষায় অনুসর্গের পূর্ণরূপ ব্যবহৃত হয়। যেমন: হইতে, দিয়া।	০৪। চলিত ভাষায় অনুসর্গের সংক্ষিপ্ত রূপ ব্যবহৃত হয়। যেমন: হতে, দিয়ে।
০৫। সাধু ভাষা বক্তৃতা ও নাট্য সংলাপের অনুপযোগী।	০৫। চলিত ভাষা বক্তৃতা ও নাট্য সংলাপের উপযোগী।
০৬। সাধু ভাষা মার্জিত।	০৬। চলিত ভাষা চটুল, জীবন্ত ও লোকায়ত।
০৭। সাধু ভাষার উচ্চারণ গুরুগম্ভীর।	০৭। চলিত ভাষার উচ্চারণ হালকা ও গতিশীল।
০৮। সাধু ভাষা সুনির্ধারিত ব্যাকরণের অনুসারী। এর কাঠামো সাধারণত অপরিবর্তনশীল।	০৮। চলিত ভাষা পরিবর্তনশীল।

➤ **সাধু ভাষার নমুনা:**

০১। বালকগণের উচিত, বাল্যকাল অবধি পরিশ্রম করিতে অভ্যাস করা, তাহা হইলে বড়ো হইয়া অনায়াসে সকল কর্ম করিতে পারিবে, স্বয়ং অন্ন-বস্ত্রের ক্লেশ পাইবে না এবং বৃদ্ধ পিতামাতার প্রতিপালন করিতেও পারগ হইবে। [বোধোদয়: ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর]

০২। যাহা জ্ঞানের কথা তাহা প্রচার হইয়া গেলেই তাহার উদ্দেশ্য সফল হইয়া শেষ হইয়া যায়। মানুষের জ্ঞান সম্বন্ধে নূতন আবিষ্কারের দ্বারা পুরাতন আবিষ্কার আচ্ছন্ন হইয়া যাইতেছে। কাল যাহা পণ্ডিতের অগম্য ছিল আজ তাহা অর্বাচীন বালকের কাছেও নূতন নহে।[সাহিত্যের সামগ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর]

➤ **চলিত ভাষার নমুনা:**

০১। আমাদের মনে হয় এ দেশে লাইব্রেরির সার্থকতা হাসপাতালের চাইতে কিছু কম নয় এবং স্কুল-কলেজের চাইতে একটু বেশি। এ কথা শুনে অনেকে চমকে উঠবেন। কেউ কেউ আবার হেসেও উঠবেন; কিন্তু আমি জানি, আমি রসিকতাও করছিনে; যদিও এ বিষয়ে লোকমত যে আমার মতের সমরেখায় চলে না, সে বিষয়ে আমি সম্পূর্ণ সচেতন। [বই পড়া: প্রমথ চৌধুরী]

০২। বৃক্ষের দিকে তাকালে জীবনের তাৎপর্য উপলব্ধি সহজ হয়। তাই, বারবার সেদিকে তাকানো প্রয়োজন। মাটির রস টেনে নিয়ে নিজেকে মোটাসোটা করে তোলাতেই বৃক্ষের কাজের সমাপ্তি নয়। তাকে ফুল ফোটাতে হয়, ফল ধরাতে হয়। নইলে তার জীবন অসম্পূর্ণ হয়ে যাবে। তাই বৃক্ষকে সার্থকতার প্রতীক হিসেবে গ্রহণ করার প্রয়োজনীয়তা সজীবতা ও সার্থকতার এমন দৃষ্টান্ত আর নেই। [জীবন ও বৃক্ষ: মোতাহের হোসেন চৌধুরী]

➲ **ভাষারীতির পরিবর্তন:**

(ক) সাধু থেকে চলিত

সাধুরীতি	চলিতরীতি
০১। পথে এক যুবকের সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইল।	০১। পথে এক যুবকের সাথে তার দেখা হলো।
০২। গফুর চুপ করিয়া রহিল।	০২। গফুর চুপ করে রইল।
০৩। পাকা দুই ক্রোশ পথ হাঁটিয়া স্কুলে বিদ্যা অর্জন করিতে যাই।	০৩। পাকা দুক্রোশ পথ হেঁটে স্কুলে বিদ্যা অর্জন করতে যাই।
০৪। আমি ব্যাপারটি বুঝিয়া আমার বিছানা গুটাইয়া লইয়া তাহাদের স্থান করিয়া দিলাম।	০৪। আমি ব্যাপারটা বুঝে আমার বিছানা গুটিয়ে নিয়ে তাদের জায়গা করে দিলাম।
০৫। আমিনা ঘর হইতে দুয়ারে আসিয়া দাঁড়াইল।	০৫। আমিনা ঘর হতে দুয়ারে এসে দাঁড়াল।

(খ) চলিত থেকে সাধু

চলিতরীতি	সাধুরীতি
০১। চেয়ে দেখি, আমাদের রহমতকে দু'পাহারাওয়ালা বেঁধে নিয়ে আসছে।	০১। চাহিয়া দেখি, আমাদের রহমতকে দুই পাহারাওয়ালা বাঁধিয়া লইয়া আসিতেছে।
০২। হাজার বছর ধরে মানুষ এদের দেখছে।	০২। হাজার বছর ধরিয়া মানুষ ইহাদের দেখিতেছে।
০৩। পাশেই কিছু দূরে একটা শালুক দেখতে পায় ওসমান।	০৩। পার্শ্বেই কিছু দূরে একটি শালুক দেখিতে পায় ওসমান।
০৪। আমাদের এ ভীরুতা কি চিরদিনই থেকে যাবে?	০৪। আমাদের এই ভীরুতা কি চিরদিনই থাকিয়া যাইবে?
০৫। এ কথা শুনে অনেকে চমকে উঠবেন।	০৫। এই কথা শুনিয়া অনেকে চমকিয়া উঠিবেন।

গুরুত্বপূর্ণ MCQ প্রশ্ন ও উত্তর

০১। গুহাবাসী মানুষের ভাব-প্রকাশের মাধ্যম কী ছিল?
(ক) ইশারা-ইঙ্গিত (খ) বাংলা ভাষা
(গ) ইংরেজি ভাষা (ঘ) আঞ্চলিক ভাষা ক

০২। মানুষের অনুভূতি প্রকাশের সর্বোত্তম প্রক্রিয়া কোনটি?
(ক) ইশারা (খ) ইঙ্গিত (গ) অঙ্গভঙ্গি (ঘ) কণ্ঠধ্বনি ঘ

০৩। "মনুষ্যজাতি যে ধ্বনি বা ধ্বনিসকল দ্বারা মনের ভাব প্রকাশ করে, তার নাম ভাষা।" – এটি কার মতামত?
(ক) ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ (খ) ড. সুনীতিকুমার
(গ) সুকুমার সেন (ঘ) হুমায়ুন আজাদ ক

০৪। কোনটি ভাষার বৈশিষ্ট্য নয়?
(ক) ভাষা কণ্ঠনিঃসৃত ধ্বনি
(খ) ভাষার অর্থদ্যোতকতা আছে
(গ) ভাষার দেশ-কাল ভেদে পার্থক্য রয়েছে
(ঘ) ভাষা ভাষাবিজ্ঞানীদের সৃষ্টি ঘ

০৫। ভাষা সৃষ্টি হয়-
(ক) বাগ্‌যন্ত্রের মাধ্যমে (খ) ফুসফুসের মাধ্যমে
(গ) জিভের মাধ্যমে (ঘ) ঠোঁটের মাধ্যমে ক

০৬। ভাষার উদ্ভব হয়েছে-
(ক) ভাব প্রকাশের প্রয়োজনে (খ) সাহিত্য চর্চার জন্য
(গ) বই লেখার জন্য (ঘ) পত্রিকা ছাপানোর জন্য ক

০৭। রাশিয়ায় ব্যবহৃত ভাষা কোনটি?
(ক) জাপানি (খ) রুশ (গ) ইংরেজি (ঘ) ল্যাটিন খ

০৮। বাংলা ভাষার উদ্ভব হয়েছে কোন শতকে?
(ক) দ্বাদশ শতকে (খ) একাদশ শতকে
(গ) নবম শতকে (ঘ) সপ্তম শতকে ঘ

০৯। পৃথিবীর সব ভাষাতে কয়টি মূল রূপ দেখা যায়?
(ক) দুইটি (খ) তিনটি (গ) চারটি (ঘ) পাঁচটি ক

১০। বাংলা গদ্যের লিখিত রূপ কত শতকে গড়ে ওঠে?
(ক) উনিশ শতকে (খ) বিশ শতকের সূচনায়
(গ) বিশ শতকের মাঝামাঝি (ঘ) সপ্তম শতকে ক

১১। সাধু ও চলিত ভাষার পার্থক্য নিরূপণ করা হয় কোন পদের পার্থক্য বিবেচনায়?
(ক) বিশেষ্য পদের (খ) ক্রিয়া ও সর্বনাম পদের
(গ) যোজক ও সর্বনাম পদের (ঘ) বিশেষণ ও ক্রিয়াপদের খ

১২। চলিত ভাষায় কোন পদের সংক্ষিপ্ত রূপ ব্যবহৃত হয়?
(ক) সর্বনাম (খ) ক্রিয়া (গ) অনুসর্গ (ঘ) সবগুলো ঘ

১৩। চলিত ভাষার উচ্চারণ-
(i) হালকা (ii) গতিশীল (iii) গুরুগম্ভীর
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i, ii (খ) i, iii (গ) ii, iii (ঘ) i, ii, iii ক

১৪। সাধু ভাষায় কোন শব্দের প্রয়োগ বেশি?
(ক) তৎসম (খ) তদ্ভব (গ) দেশি (ঘ) বিদেশি ক

১৫। ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র মতে, বাংলা ভাষার উদ্ভবকাল –
(ক) ৯৫০ খ্রিষ্টাব্দ (খ) ১২৫০ খ্রিষ্টাব্দ
(গ) ৬৫০ খ্রিষ্টাব্দ (ঘ) ৭৫০ খ্রিষ্টাব্দ গ

১৬। চলিত ভাষায় বেশি ব্যবহৃত হয়-
(i) তদ্ভব শব্দ (ii) দেশি ও বিদেশি শব্দ (iii) তৎসম শব্দ
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i, ii (খ) i, iii (গ) ii, iii (ঘ) i, ii, iii ক

১৭। কী ভেদে ভাষার পার্থক্য ও পরিবর্তন ঘটে?
(ক) দেশভেদে (খ) কালভেদে
(গ) পরিবেশভেদে (ঘ) সবগুলো ঘ

১৮। বর্তমান পৃথিবীতে ভাষার প্রচলন রয়েছে-
(ক) এগারো হাজারের ওপর (খ) সাড়ে সাত হাজারের ওপর
(গ) সাড়ে তিন হাজারের ওপর (ঘ) প্রায় দশ হাজার গ

১৯। 'পড়িতে থাকিব' এর চলিত রূপ কোনটি?
(ক) পড়তে থাকিব (খ) পড়িব
(গ) পড়তে থাকব (ঘ) পড়িতে থাকব গ

২০। কোন অঞ্চলের মৌখিক ভাষা বাংলার আদর্শ চলিত ভাষার মর্যাদা পেয়েছে?
(ক) ঢাকার (খ) ভাগীরথী নদীর তীরবর্তী এলাকার
(গ) আসামের (গ) যশোরের খ

ব্যাকরণ

মূল বইয়ের MCQ প্রশ্ন ও উত্তর

০১। বাংলা ভাষার উৎসমূল কোন ভাষা?
(ক) আর্য ভাষা (খ) সংস্কৃত মূল ভাষা
(গ) ইন্দো-ইউরোপীয় মূল ভাষা (ঘ) গৌড়ীয় বঙ্গ ভাষা গ

০২। নিচের কোন বাক্যটি সাধু ভাষার উদাহরণ?
(ক) আমি আজ বাড়ি যাব।
(খ) আমি আজ সুস্থবোধ করিতেছি।
(গ) আমি আজ বই মেলায় যাব।
(ঘ) তাকে আমার খুব প্রয়োজন। খ

০৩। চলতি ভাষার বৈশিষ্ট্য হলো-
(i) ক্রিয়া পদের রূপ সংক্ষিপ্ত হয়।
(ii) সর্বনাম পদের রূপ সংক্ষিপ্ত হয়।
(iii) উচ্চারণ খুবই গুরুগম্ভীর।
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i, ii (খ) i, iii
(গ) ii, iii (ঘ) i, ii, iii ক

গুরুত্বপূর্ণ প্র্যাক্টিস টেস্ট

MCQ

সময়: ১০ মিনিট পূর্ণমান: ১০

০১। সাধু ভাষা-
(i) নাট্য সংলাপের অনুপযোগী (ii) সুনির্ধারিত ব্যাকরণের অনুসারী
(iii) জীবন্ত ও লোকায়ত
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i, ii (খ) i, iii (গ) ii, iii (ঘ) i, ii, iii

০২। ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে, বাংলা ভাষার উদ্ভবকাল কোনটি?
(ক) ৬৫০ খ্রিষ্টাব্দ (খ) ৭৫০খ্রিষ্টাব্দ
(গ) ৮৫০খ্রিষ্টাব্দ (ঘ) ৯৫০খ্রিষ্টাব্দ

০৩। নিচের কোনটি সর্বনামের চলিত রূপ?
(ক) উহা (খ) ও (গ) এই (ঘ) ইহা

০৪। নিচের কোনটি চলিত ভাষার উদাহরণ নয়?
(ক) গফুর চুপ করে রইল।
(খ) আমিনা ঘর হতে দুয়ারে এসে দাঁড়াল।
(গ) এই কথা শুনিয়া অনেকে চমকিয়া উঠিবেন।
(ঘ) হাজার বছর ধরে মানুষ এদের দেখছে।

০৫। বাংলা ভাষা কত বছরের পুরোনো?
(ক) প্রায় এক হাজার (খ) প্রায় দেড় হাজার
(গ) প্রায় আড়াই হাজার (ঘ) প্রায় সাড়ে তিন হাজার

০৬। বাংলাদেশের বাইরেও বাংলাকে মাতৃভাষা হিসেবে গ্রহণ করেছে-
(i) ভারতের পশ্চিমবঙ্গ (ii) বিহার
(iii) ত্রিপুরা
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i, ii (খ) i, iii (গ) ii, iii (ঘ) i, ii, iii

০৭। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ কবে প্রতিষ্ঠিত হয়?
(ক) ১৬০০ সালে (খ) ১৭০০ সালে
(গ) ১৮০০ সালে (ঘ) ১৯০০ সালে

০৮। "সাধু ভাষা সমগ্র বঙ্গদেশের সম্পত্তি" কথাটি কে বলেছেন?
(ক) ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌ (খ) ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়
(গ) রাজা রামমোহন রায় (ঘ) ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

০৯। সাধু ও চলিত ভাষার মধ্যে কোন পদের পার্থক্য নেই?
(ক) সর্বনাম (খ) ক্রিয়া (গ) অনুসর্গ (ঘ) বিশেষ্য

১০। নিচের কোনটি চলিত ভাষায় ব্যবহৃত সর্বনাম পদের উদাহরণ?
(i) ওদের (ii) তাদের (iii) যাকে
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i, ii (খ) i, iii (গ) ii, iii (ঘ) i, ii, iii

উত্তরমালা

০১	ক	০২	ঘ	০৩	খ	০৪	গ	০৫	খ	০৬	ঘ	০৭	গ	০৮	খ	০৯	ঘ	১০	ঘ